যুগান্তর

তারিখ ... 0-5-APR 2008 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

চবি প্রশাসন চলছে ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে

সুদীপ্ত শর্মা, *চবি প্রতিনিধি*

বছরের পর বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দিয়ে চলছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ছোটখাটো কাজের ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অফিসকে প্রশাসনের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি অফিসের কাজই হচ্ছে ধীরগতিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসির পদটিও দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে শূন্য। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোষাধ্যক্ষের পদই নেই। এছাড়াও বিভাগগুলোতে স্থবিরতা আনার

চলছে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

চলছে : চাব

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জন্য দায়ী বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক ও কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়।

জানা যায়, ভারপ্রাপ্ত হিসেবে নিয়োগ দেয়ার কারণে প্রশাসন প্রতিটি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মতামতের কোন মূল্য দেয় না। প্রশাসনের সিদ্ধান্তই তাদেরকে মেনে নিতে হয়। গত বছর ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. এম. মোজাফফর হোছাইনের সঙ্গে আলোচনা না করে তার অফিসের একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বদলি করা হলে তিনি পদত্যাগের হুমকি দিয়েছিলেন। পরে অনেক আলোচনা করে প্রশাসন তাকে শান্ত করে।

তবে প্রকাশ্যে না হলেও প্রশাসনের চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হওয়ার কারণে প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাই প্রশাসনের ওপর ক্ষুব্ধ বলে জানা গেছে।

জানা যায়, চবি'র রেজিস্ট্রার থেকে শুরু করে গ্রন্থাগারিক, হিসাব নিয়ামক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসের পরিচালক, চিফ মেডিকেল অফিসার, তথ্য ও ফটোগ্রাফি অফিসের ডেপুটি রেজিস্ট্রার, পরিবহন দফতরের উপ-পরিচালক এমনকি চবি কলেজের অধ্যক্ষের পদটি পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে ভারপ্রাপ্তরা দখল করে আছেন। বর্তমানে রেজিস্ট্রার পদে মোঃ জহুরুল ইসলাম, গ্রন্থাগারিক পদে এসএম আবু তাহের, হিসাব নিয়ামক পদে মুঃ আবদুল খোনায়েম, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদে অধ্যাপক ড. এম. মোজাফফর হোছাইন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসের পরিচালক পদে আবু সাঈদ হোসেন, চিফ মেডিকেল অফিসার পদে মোঃ তফাজ্জল হোসেন, তথ্য ও ফটোগ্রাফি অফিসের ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে মোঃ ফরহাদ হোসেন খান, পরিবহন দফতরের উপ-পরিচালক পদে মোহাম্মদ রবিউল আলম এবং চবি কলেজের অধ্যক্ষের পদে কিরণ চন্দ্র দেব ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জানা যায়, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে জিএএ লতিফ খান ১৯৯৪ সালে দায়িত্ব শেষ করার পর এ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১৪ বছর ধরে এ পদে কাউকে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয়নি।

১৯৬৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পর গ্রন্থাগারিক পদে এ পর্যন্ত মাত্র একজনকে স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অফিসেও এভাবে বছরের পর বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা কর্মরত আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. গাজী সালেহ উদ্দিন এ ব্যাপারে যুগান্তরকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো পর্যদেই নিয়মানুযায়ী বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া উচিত।

জানা যায়, ২০০৫ সালের ১৩ নভেম্বর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শামসুদ্দিনের প্রোভিসি পদের মেয়াদ শেষ হয়। এরপর দীর্ঘ প্রায় আড়াই বছর হয়ে গেলেও এখনও এ পদে কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সিনিয়র শিক্ষক অভিযোগ করেন, উপাচার্যের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার ভয়ে প্রোভিসি পদে কাউকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না।